ঢাকা এবং কক্সবাজার, ১৩ জানুয়ারি ২০২২

বিষয়: **রোহিঙ্গা সাড়াদানে সমন্বয় কোন বিলাসিতা নয়**। বিশেষজ্ঞ পরামর্শক Andy Barash কর্তৃক দাখিলকৃত "Streamlining of Coordination Mechanism" শীর্ষক প্রতিবেদন নিয়ে সেগ (SEG) এর স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতামত।

১. **প্রক্রিয়াগত কোন কারণের দোহাই দেখিয়ে কোন বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া উচিত না।** আমরা স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ (প্রায় তিন বছর পূর্বে কক্সাবাজারে অনুষ্ঠিত স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওদের নিয়ে আয়োজিত সভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলাম, এবং আমরা কারোও কোন তদবির কিংবা অনুরোধের মাধ্যমে নির্বাচিত হইনি) আনন্দিত যে, আমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। আমরা কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম-সিসিএনফ (www.cxb-cso-ngo.org) নামক আরেকটি নেটওয়ার্কেরও প্রতিনিধিত্ব করছি। আমাদের বাংলাদেশি ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতিতে একটি প্রবাদ বহুল প্রচলিত আছে, যদি তুমি কোন বিষয়/ ঘটনাকে আড়াল করতে চাও, তবে একটি কমিটি করে দাও। সম্ভবত একই ধরনের বিষয় ঘটেছে লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স (এলটিএফ) এর ক্ষেত্রে। দুই বছর কঠোর প্রচেষ্টায় তারা প্রধান স্টেকহোল্ডারদের মতামত একত্রিক করে এবং দলগুলোর সাথে পারস্পারিক পরামর্শ এবং মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। আমরা দেখছি যে, বর্তমানে রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি এবং স্থানীয়করণ বিষয়টিকে উপেক্ষিত করা হচ্ছে। আমরা আশা করি যে, স্ট্রিমলাইনিং অফ কোর্ডিনেশন বিষয়টি এলটিএফ (LTF) এর প্রতিবেদনের মতো একটি বিস্মৃত ঘটনায় পরিণত হবে না।

২. **রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমকে ঘিরে স্থানীয়করণের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করা সমীচীন নয়।** কিছু আন্তর্জাতিক এজেন্সি স্থানীয়করণের বিরুদ্ধে বিরূপ/ নেতিবাচক ধারণা (উদাহরহণস্বরূপ, স্থানীয়রা নিরপাদ নয়, রোহিঙ্গারা স্থানীয়দের পছন্দ করে না) তৈরি করার জন্য অর্থায়ন করছে। যদিও আমরা সবাই অবগত স্থানীয়করণ সর্বজন স্বীকৃত এবং আইএএসসি (ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি)- এর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক এজেন্সিসমূহ যারা গ্রান্ড বার্গেইন এবং চার্টার ফর চেঞ্জ-এর স্বাক্ষরকারী পর্যন্ত নয়, তারা আবার সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় প্রধান নেতৃত্ব হিসেবে কাজ করছে। আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, সাড়াদান কার্যক্রম থেকে কিভাবে স্থানীয় এনজিওদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং কিভাবে দূরবর্তী এনজিওগুলো/অস্থানীয় এনজিওগুলোকে সাড়াদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা ও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাড়াদানে যখনই পর্যাপ্ত তহবিল/অনুদান থাকবে না, কিংবা অর্থায়নের পরিমাণ কমে যাবে তখনই তথাকথিত সেইসকল বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অস্থানীয় এনজিওগুলো সাড়াদান কার্যক্রম থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করবে।

৩. **উপস্থাপন ছিলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক এবং পদ্ধতি ছিলো অংশগ্রহণমূলক।** আমরা আইসিসিজি (ISCG) কোর্ডিনেটর এর প্রশংসা করতে চাই বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য। ইতোমধ্যে SEG(স্ট্রাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ) গবেষণার জন্য একজন পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করেছেন। আমরা বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের কাজকেও সাধুবাদ জানাই যিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, বিশেষত দুইটি কারণে (ক) তাঁর উপস্থাপনা ছিলো খুবই শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক, এর ফলে আমরা যারা সরাসরি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত, আমরা আমাদের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য সুপারিশগুলো খুঁজে পেতে সক্ষম হব, এবং (খ) একমাত্র পরামর্শক হিসেবে Andy Barash-ই স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যথায়, বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা সাড়াদান প্রসঙ্গে জাতিসংঘ এবং আইএসসিজি এর অধিকাংশ গবেষণা/ সমীক্ষায় সর্বদা হয় "বাংলাদেশী এনজিও" অথবা "জাতীয় এনজিও" শব্দগুলো ব্যবহার করে। আমরা জাতিসংঘের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অবহিত করেছি যে, এই ধরনের এপ্রোচ ক্রমান্বয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, যা কার্যকর স্থানীয়করণের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

৪. **পরিপূরকতা ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমন্বয় করে তহবিল কমে যাওয়া পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো উচিত।** আমরা জানি, রোহিঙ্গা সাড়াদানের শুরুর দিকে, কোর্ডিনেশনের উপর ইউএন ওসিএইচএ (OCHA) একটি গবেষণা করেছিলো। প্রতিবেদনটিতে বাস্তবায়নের জন্য বিষয়গুলো বাছাই করা ক্ষেত্রে খুব কদাচিৎ যাচাই বাচাই করা হয়েছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, (ক) সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে ক্রমহ্রাসমান তহবিলের মাধ্যমে (খ) রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং হোস্ট কমিউনিটির মাঝে নিরপত্তাহীনতার শঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনভাবে এটা পরিচালনা করতে হবে যাতে সেখানে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এই ধরনের মানবিক কর্মকান্ড সম্ভব হবে তখনই যখন গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর অংশগ্রহণের নিশ্চিত করা হবে। সিসিএনএফ বিশ্বাস করে, সম্মানের সাথে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবসানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা জরুরী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলো ও উন্নত দেশগুলো এক্ষেত্রে বেশ অসামাঞ্জস্য আচরণ করেছে। সুতরাং মানবিক সাড়াদানের ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক এপ্রোচকে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্যান্য আরোও অনেক সমস্যা বিদ্যমান, বিশেষ করে জলবায়ু সংকটের কারণে বাংলাদেশ অনেকটা বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

৫. **ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একত্রীকরণ প্রয়োজন।** আমরা প্রতিবেদনটি সমর্থন করি যেখানে সুপারিশ করা হয়েছে, (ক) সেক্টরগুলোকে পুনর্বিবেচনা করা, বিশেষ করে সিডব্লিউসি (CwC)-কে বিলীন করে, এএপি (AAP) গঠন করা, পাশাপাশি ইটিএল-(ETL) কে বিলীন করা এবং স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিও তারা সুপারিশ করেছে (খ) সেক্টরাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা এবং বিবেচনায় নেওয়া। এমন একটি সুপারিশ ২০১৮ সালের গ্রান্ড বার্গেইন ফিল্ড মিশন প্রতিবেদনেও সুপারিশ করা হয়েছিলো। আমরা বিশ্বাস করি, কক্সাবাজার পর্যায়ে কার্যক্রমে বাংলার ব্যবহার শুরু করা উচিত, যেখানে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সাড়াদান ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় নেতৃত্বে স্থানীয় এনজিওদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। কক্সাবাজারে কর্মরত জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো এবং অন্যান্য এনজিওগুলোর কর্মীদের মধ্যে অনেক দক্ষ কর্মী রয়েছে যারা ভাষার অনুবাদ করতে সক্ষম। তাই আমরা ভাবছি, এটা বাস্তবায়ন করতে আরোও বিশেষজ্ঞ ভাড়া করার দরকার নেই।

৬. **আরআরআরসি (RRRC) এবং জেলা প্রশাসক (DC)-কে কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে।** সমন্বয় প্রবাহকে আরোও বেগবান ও শক্তিশালী করার জন্য এই বিষয়সমূহ প্রস্তাব করছি, (ক) আনুষ্ঠানিকভাবে আইএসসিজি এর চেয়ার হিসেবে আরআরআরসি-কে আনা উচিত, যেখানে আইএসসিজি এর কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করবে ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য এনটিএফ (NTF)-এ শুধুমাত্র একটি রেজুলেশন দরকার। এই পদগুলো আইএসসিজি-তে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে আসবে। এই ধরনের ক্ষমতা প্রদান ছাড়া, সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যমান সম্পদের মান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না বললেই চলে। দয়া করে মনে রাখবেন, কিছু আন্তর্জাতিক এজেন্সি রয়েছে যারা আইএসসিজি-তে খুব কদাচিৎ রিপোর্ট করে থাকে। (খ) আইএসসিজি-তে একটি পরিকল্পনা এবং মনিটরিং ইউনিট থাকা উচিত, সকল চাহিদা নিরূপণ (Need Assessment) এই ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে যা জাতিসংঘের এজেন্সি কিংবা এনজিও এর যে ধরনের প্রকল্প প্রস্তুতকরণের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে কাজ করছে। বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের সুপারিশ মতে, এর জন্য আলাদা কোন তথ্য অফিস রাখার প্রয়োজন আছে কি না তা নিয়ে আমরাও অনেকটা দ্বিধার মধ্যে আছি।

৭. **কল্পনা বিলাসী না হয়ে, বরং স্থানীয়দের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।** আমরা আমাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করছি যে, (ক) স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওগুলোর এইচওএসওজি (HoSoG) এবং আইএসসিজি (ISCG)-তে প্রবেশাধিকার থাকবে, যা আমরা ২০১৭ সাল থেকে দাবি করে আসছি। (খ) স্থানীয় সরকারের জন্যও একই ধরনের সুযোগ সুবিধা ও তাদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, কিছু কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও এইচওএসওজি এবং আইএসসিজি-তে অংশগ্রহণ করছে কারণ এর পেছনে কোন দাতাদের কিংবা কোন এজেন্সির ইচ্ছা ছিলো। যেখন থেকে আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তখন থেকেই আমাদের/স্থানীয়দের আনুষ্ঠানিকভাবে অনিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা মনে করি, প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হওয়া উচিত।

৮. **অংশীদারিত্ব এবং অনুদান গ্রহণকারী বাছাই প্রক্রিয়া হতে হবে নীতিমালা ভিত্তিক এবং স্বচ্ছ।** আমরা আরোও প্রস্তাব করছি, জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর জন্য একটি অংশীদারিত্ব নীতিমালা তৈরি করা উচিত, যা কক্সবাজারে অংশীদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। অংশীদারিত্ব নীতিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকা উচিত হবে আমরা মনে করি (ক) টেকসই ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও লক্ষ্য থাকতে হবে, (খ) সুশাসন এবং নাগরিক সমাজের নেতৃত্বের আজীবন প্রতিশ্রুতি থাকা হবে মৌলিক বিষয়, (গ) সকল ধরনের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট/ স্বার্থের সংঘাত মুক্ত হয়ে অংশীদার নির্বাচন করতে হবে, এবং (ঘ) সর্বোপরি, এনজিওগুলো এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে শরণার্থী এবং মানবাধিকারের মতো বিষয়সমূহে অ্যাডভোকেসি করার যথেষ্ট প্রমাণ থাকতে হবে। একইভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে "মধ্যস্থতাকারী" (Intermediaries) নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই সেক্টরে মধ্যস্থতাকারীকে অবশ্যই গ্রান্ড বার্গেইন এবং চার্টার ফর চেঞ্জ সনদের স্বাক্ষরকারী হতে হবে, অন্যথায় এটি স্থানীয় এনজিওদের বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্ত করবে। স্থানীয়করণের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় এনজিওকে অর্থায়ন শুধুমাত্র বিশ্বস্তব্যবস্থাপনার বিষয় নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি টেকসই এবং জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠন এবং নেতৃত্ব তৈরি করা ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৯. **আমাদের বিস্তারিত মতামত সংযুক্ত ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।**